স্মৃতির শহর ১

আমাকে টান মারে রাত্রি-জাগা নদী
আমাকে টানে গূঢ় অন্ধকার
আমার ঘুম ভেঙে হঠাৎ খুলে যায়
মধ্যরাত্রির বন্ধ দ্বার।

বাতাসে ছেঁড়া মেঘ, চাঁদের চারপাশে
সহসা দানা বাঁধে নীল সময়
বাইরে এসে,দেখি পৃথিবী শুন্‌শান্
রাস্তাগুলি যেন আকাশময়।

প্রথম ডেকেছিল মধ্য কৈশোরে
পাগল করা এক ব্যথার দিন
শরীরে বেজেছিল সমর বিউগ্‌ল
প্রথম স্বপ্নেরা হলো স্বাধীন।

চক্ষে কেউ নেই তবুও বিচ্ছেদ
পাইনি কেন তাকে চিনি না যাকে
তখন মনে পড়ে নিশীথ-সংকেত
দুরাশা ঘুরে ফেরে নদীর বাঁকে।

শাসন বন্ধন তুচ্ছ হয়ে গেল
আমার চেনা পথ গোলক ধাঁধা
দৃষ্টি বিভ্রম সীমানা ছুঁয়ে যায়
খড়্গো কেটে দিই অলীক বাধা।

এদিকে সোনাগাছি কাচের ঝন্‌ঝন
পেরিয়ে চলে যাই আহিরিটোলা
নতুন ঘ্রাণ মাখা শহর কেঁপে ওঠে
পূর্ব পশ্চিমে দুনিয়া খোলা।

এখন জেগে ওঠে কীট ও কুসুমেরা
আঁধার শুষে নেয় দিনের তাপ
জ্যোৎস্না রেণু ওড়ে, ধুলোয় হীরেকুচি
এখন ছুটি নেয় পুণ্য পাপ।

দু'পাশে গলি ঘুঁজি হোঁচট লাগে পায়
পল্‌কা সংসার এখানে কার?
জন্ম মৃত্যুর প্রগাঢ় কৌতুকে
হাসি ও কান্নার সারাৎসার।

এ যেন নিশিডাক, মৃতের হাতছানি
এ যেন কুহকের অজানা বীজ
এমন মোহময় কিছুই কিছু নয়
হৃদয় খুঁড়ে তোলা মায়া-খনিজ।

আমাকে যেতে হবে এখনো যেতে হবে
রয়েছে অশরীরী অপেক্ষায়
যেখানে ব্যাকুলতা ঢেউয়ের তালে দোলে
যেখানে ধ্বনিগুলি স্মৃতিকে খায়।

পথের রাজা এক নগ্ন মহাকাল
ধরেছে মুদারায় ডাগর গান
হেঁতাল দণ্ডটি আকাশে তুলে ধ'রে
সে যেন নিতে চায় সাগর-ঘ্রাণ।

একটু নিচু হয়ে দিয়েছি সম্মান
আবার সরে গেছি অপর দিকে
পারিয়া কুকুরেরা অবাক চোখে দেখে
গাছের মতো এই মানুষটিকে।

দুদিকে মন্দির, গরাদে ভীমতালা
কালীর স্তনঘেরা পিঁপড়ে রাশি
প্রদীপে মৃদু আলো, সিঁড়িতে বেজে ওঠে
কুষ্ঠরোগিণীর শুকনো কাশি।

একলা শালপাতা আপন মনে ওড়ে
পুজোর গাঁদা ফুল ধুলোয় মাখা
একটি ঘুমচোখ বালক হিসি করে
দেয়ালে রমণীর শরীর আঁকা।

এবারে দেখা যায় শ্মশানে উৎসব
আগুন জবা রং, গুঞ্জরন
ছায়ার কোলাহল, ছায়ার ঘোরাফেরা
ব্যস্ত নিরাকার মানুষজন।

এখানে রাত নেই, এখানে দিন নেই
থেমেছে চুম্বকে আয়ুর ঘড়ি
মৃতেরা হেসে ওঠে, জীবিত উদাসীরা
হেলায় ছুঁড়ে দেয় পারের কড়ি।

গাঁজার বীজ ফাটে, শিবের শিষ্যেরা
বৃত্তে বসে আছে ছবির প্রায়
যমজ ত্রিভুজের চূড়ায় লাল আলো
জোনাকি ফুটে ওঠে নদীর গায়।

চোখের চেয়ে আরও অনেক বড় দেখা
দৃশ্য ঘুরে যায়, ঘোরে বাতাস
ধোঁয়ার মৃদু জ্বালা শোকের রলরোল
বাষ্প-অশ্রুতে রুদ্ধশ্বাস।

জলের কাছে যাই, সেখানে কেউ নেই
সেখানে শুয়ে আছে নদীর কায়া
আমাকে ডেকেছিল স্বপ্ন ছেঁড়া এক
পাহাড়-কুন্তলা গভীর ছায়া।

ছায়াও জেগে ওঠে জলের সশরীর
শহর বিস্মৃত আকাশলীনা
আমার করতল দেয় ও নেয় কিছু
জীবন কেটে যায় তাকে ভুলি না।

স্মৃতির শহর ২

দুপুরে শুন্‌শান্‌ হয়ে পড়ে থাকে হরি ঘোষ স্ট্রিট
যেন সাঁওতাল পরগনার কোনো ঘোলাটে জলের নদী
বাড়িগুলো বালিয়াড়ি, ভেতরে ধিকধিক করে জ্বলছে আগুন
তিন বাড়ির তিন ঝি মেছেতো পরা মুখে পরস্পরকে দুয়ো দেয়
তাদের হাতের ছোঁয়ায় অসভ্য বালকের মতন চিৎকার করে টিউকলটা
বাতাস দমকা হয়েই আবার ঝিমোয়, একটা শালপাতার ঠোঙা গড়িয়ে গেল
ভীম ঘোষ লেনে, স্বেচ্ছায় থামলো ঠিক আঁস্তাকুড়ের পাশে
অভয় গুহ রোড থেকে বাঁ দিকে বেঁকলো দুই রাজপুতানী বাসনওয়ালী
তাদের শাড়ির রঙের ঝলমলে ধাঁধিয়ে গেল সূর্যের চোখ
গোয়াবাগানের একটা কুকুর বেপাড়ায় চলে আসতেই দর্জিপাড়ার
মাস্তান কুকুরেরা তেড়ে গলে তাকে, সে বললো, আচ্ছা, দেখে নেবো!

দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি আর তিনটে রিকশা চলে যাবার পর আর কেউ নেই
শ্রীরঙ্গম থেকে বেরিয়ে এলো দুজন মানুষ, ধীর গম্ভীর পা ফেলে
এসে দাঁড়ালো রেলের সিটি বুকিং অফিসের সামনে, একজন ফর্সা ও বলিষ্ঠকায়
বাঁ হাতে ধুতির কোঁচা, অন্য হাতের সিগারেট ছুঁয়ে আছে অহংকারী ঠোঁট
অন্যজন বেশ লম্বা ও হাসিমাখা মুখ, চোখ দুটি অন্ধ
জুন মাসের রোদ ধুয়ে দিতে লাগলো সেই দুটি মানুষের শরীর
রূপবাণীর পাশের পানের দোকানে ঝ্যানঝ্যান করছে বেসুরো গান
দোতলা সবুজ বাসের পাঞ্জাবি কন্ডাকটর বাজিয়ে গেল বিকট বাজনা
সেই দু'জন মানুষ যেন কিছুই পছন্দ করছে না, তারা অন্য দেশের মানুষ
দু'জনে দু'দিকে চলে যাবার আগে শিশির ভাদুড়ী বললেন কানা কেষ্টকে
কালকের দিনটা একটু দেখে নাও, তারপর পরশুর কথা ভাবা যাবে।
পাশেই দাঁড়ানো একটি এগারো বছরের ছেলের বুকে সেই কথা গেঁথে গেল
সারা জীবনের জন্য।

স্মৃতির শহর ৩

সস্তায় পেলেন তাই যমজ ইলিশ নিয়ে
বাবা ফিরলেন বাড়ি রাত্তির নটায়।
কয়লার উনুন নিবু নিবু, আমাদের চোখ ঘুম ঘুম

নরেশ সেনগুপ্তকে নিয়ে শুয়ে রয়েছেন মা
বাথরুমের কল থেকে টিপ টিপ জল পড়ছে লোহার বালতিতে
ছাদে এরিয়ালে একটা সাদা প্যাঁচা
আজও বসে আছে
বিউগ্‌ল বাজাচ্ছে কেউ কোম্পানি বাগানে
আর যাই হোক, এ সময় ইলিশের নয়।

নিশ্চয়ই তুমুল সুখ ছিল রাত বারোটা পর্যন্ত
গন্ধ ও গোলমাল মেশা ভাড়াটে একতলা
সমস্ত ছাপিয়ে কেন মনে পড়ে বৃষ্টির মদির
দুনিয়া কাঁপানো বৃষ্টি, জানলার দাপাদাপি
উঠোনে কল্লোল
পাতাল থেকেও যেন উঠে আসে জল
শুনি জলপ্রপাতের শব্দ, পাহাড়ের ঢল
রান্নাঘর মাখামাখি, উনুন বাঁচিয়ে
ছাতা মেলে ধরেছেন বাবা
গম্ভীর ডম্বরু ধ্বনি, ফেটে যায় আকাশের চোখ
যুদ্ধের তাঁবুর মতো যেন এই বিশাল শহর আজ রাতে
হঠাৎ কোথাও উড়ে যাবে
এঁটো হাতে ঢুলতে ঢুলতে মনে হয়
প্রমত্ত গঙ্গাও আজ হয়ে গেছে আড়িয়েল খাঁ
ঝুপঝুপ জমি খেয়ে জোরে ধেয়ে আসছে এই দিকে।

স্মৃতির শহর ৪

ছাতুবাবুর বাজারে চড়কের মেলার মাঝখানে
হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো বর্গীর মতন বৃষ্টি
একজন মানুষ শূন্যে ঝুলছে
আকাশের বুক ফাটানো বজ্র গর্জনের পর
সে নীচে পড়লো, না উপরে উঠে গেল
কেউ দেখে নি
অকস্মাৎ সেই সন্ধ্যাটির বিদ্যুৎ প্রতিভা
সব দৃশ্যগুলি অদৃশ্য করে দেয়

পলাতক পায়রার সঙ্গে মিশে যায় মানুষ
সকলেই যে-যার রাস্তায় হারিয়ে গিয়ে
খুঁজছে আর একজনকে
খাতায় খাতায় মেয়েমানুষেরা ছুটে যাচ্ছে
রামবাগানের দিকে
আসলে সেটা নিরুদ্দেশের পথ
সেখানে এখন লরি ও ঠেলাগাড়িতে ট্র্যাফিক জ্যাম
লণ্ডভণ্ড মেলা প্রাঙ্গণের বর্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে
এক কিশোরী গলা চিরে ডাকছে, বাবা, বাবা!
কেউ সাড়া দেয় না
বাঁশবাজির নায়ক ততক্ষণে
ছিটকে চলে গেছে অন্য এক শতাব্দীতে!

স্মৃতির শহর ৫

দীপেন বলে গেল, জলটুঙ্গিতে যাচ্ছি,
চলে আসিস!

তখন আমার সময় হয়নি
তখন আমি ঈষৎ ব্যস্ত ছিলুম যোষিৎ-চর্চায়
কফি হাউসের ধোঁয়া ও গুঞ্জরনের মধ্যে বসে থেকেও
নিরুদ্দেশে যাবার কোনো বাধা ছিল না
বাইরে দু' চারটে বোমার শব্দ শুনলেও মনে হয়
ও কিছু নয়!
নদীর স্রোতের মতন মিছিল আসে ও যায়
আমিও এক মিছিল থেকে
ঘাটের পৈঠায় উঠে বসেছি
পায়ে এখনো লেগে রয়েছে ঝিনুক-ভাঙা রক্ত
শিরদাঁড়ায় শোঁয়াপোকার মতন ঘাম
এই সময় পোশাক বদলাবার মতন
চরিত্রটাও কিছুক্ষণের জন্য বদলে নিতে হয়!
কফি হাউসের সবচেয়ে রূপবান পরিচারকটি
ডেকে তুললো আমায়
ঈষৎ হেসে বললো, আর কেউ নেই

সময় চলে গেছে।
আমি কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম?
চোখ-মেলা শূন্যতায় শুধু চোখে পড়লো
আমায় ঘিরে রয়েছে পাতলা সবুজ বাতাবরণ
এবং এক চতুষ্কোণ অন্ধকার সীমারেখা
সমস্ত চেয়ার ও টেবিলগুলি নগ্ন
শত শত বিশ্বাস ও কলস্বর বিবর্জিত
এই স্থানে আমি আগে কখনো আসিনি
যেন আমাকে নির্বাসন দিয়ে সবাই
আত্মগোপন করেছে
আমার পকেটে একটি পয়সা নেই
সিগারেট-দেশলাই নেই
কোনও ঠিকানা লেখা কাগজ নেই
বুক পকেটের অতি পরিচিত কলমটি নেই
এমনকি কপাল থেকে হিজিবিজি মুছে ফেলবার জন্য
রুমালটি পর্যন্ত নেই
সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে পা-জামা ও পাঞ্জাবি পরা
আমার একুশ বছরের শরীর
দরজার কাছে সেই চেনা মুখটিও নেই
দোকান বন্ধ করে ইসমাইল চলে গেছে কোথাও
ধোঁয়ার মুখশুদ্ধি এখন কেউ ধারও দেবে না
আমার হাতে ঘড়ি নেই
আকাশে চন্দ্র-নক্ষত্র নেই
পথের বাতিগুলো নেভানো
যেন এক খণ্ডযুদ্ধের পর কবরখানায় নিস্তব্ধতা।

এই রকম সময়ে নিঃস্বতাও এক রকম অহংকার
এনে দেয়
যেন এই জনশূন্য কলেজ স্ট্রিটের আমিই রাজা
আমি এখন হাততালি দিয়ে বলতে পারি,
কোই হ্যায়?
আমার নির্দেশে এখানে শুরু হতে পারে বহ্ন্যুৎসব
ঝাঁপফেলা দোকানগুলোর ভেতর থেকে
মৃত গ্রন্থকারেরা কৌতূহল মেশানো ভয়ে
উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছেন আমাকে
ছাপা অক্ষর ও শব্দের এই জগৎটিকে একটুখানি

ঝাঁকিয়ে দেবার জন্য
আমি ডান হাত উঁচু করতেই
আমার সামনে এসে দাঁড়ায় একটি পুলিশের গাড়ি
আমি প্রেতাত্মার মতন হেসে উঠি
তারা আমাকে প্রকৃত প্রেতাত্মাই মনে করে হয়তো
তাদেরই হাতে নিহত কোনো শব থেকে
যে উঠে এসেছে
বস্তুত আমারই সম্মানে যে ঘোষিত হয়েছে সান্ধ্য আইন
তা তারাই জানিয়ে দেয়
পুলিশের পোশাক পরা চারখানা মানুষের
বুক থেকে শব্দ ওঠে হাপরের মতন
তারা প্রত্যেকেই কারুর পিতা কিংবা ভাই কিংবা পুত্র
এই নির্জনতায় হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই কথা
অতি দ্রুত বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তারা ব্যস্ত
তাদের গাড়ির ইঞ্জিনে অবিকল কান্নার শব্দ।

গোলদিঘির রেলিং-এ কিছুকাল ভর দিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকার পর
স্মৃতিতে কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ ফিরে আসে
দীপেন বলেছিল
জলটুঙ্গিতে দেখা হবে।
কোথায় সেই জলটুঙ্গি, কত দূরে?
ভালোবাসার মতন প্রচ্ছন্ন এক জলাভূমি
রয়েছে এই শহরের হৃৎপিণ্ডে
তার মাঝখানে কাঠের টঙের মাথায় ছোট কুঠুরি
সেখানে বন্ধুরা বসে আছে গোপন বৈঠকে
সিগারেটের ধোঁয়ায় কারুর মুখ দেখা যায় না
সেখানে সাবলীল চা আসে কবিতার লাইনের মতন
পারস্পরিক উষ্ণতায় কেটে যায় শীত
আমার বুক মুচড়ে উঠলো
এক যৌবনব্যাপী উত্তেজনা
আমায় যেতে হবে, যেতে হবে
আমি রাস্তা চিনি না, আমায় যেতে হবে
আমার অন্য আস্তানা নেই,
পৃথিবীতে আর কোনো আত্মীয় নেই
আমায় সেই জলটুঙ্গিতে যেতে হবে!

স্মৃতির শহর ৬

মাঠের ভিতরে এত পরিশুদ্ধ ঘর বাড়ি, এ সব কাদের?
কাঠবিড়ালি ও ভোমরা, সদ্য বিবাহিত পাখিদের!
মাঠের কি স্মৃতি নেই, মনে নেই তার বাল্যকাল
এইখানে শুয়ে ছিল বাপ-মা খেদানো এক
উদাসী রাখাল
কিছুটা জঙ্গলও ছিল, পাতা-ঝরা গান হতো শীতে
একটি জারুল সব লিখে গেছে আত্মজীবনীতে।
পাথর-পূজারী এক সন্ন্যাসীর স্বপ্ন ছিল, ঘুম ছিল,
দুঃখ ছিল বেশি
জ্যোৎস্নার মতন হাসি সঙ্গিনীটি বিশ্বাসঘাতিনী এলোকেশী!
সেই পাথরেরও ছিল অনেক জমানো গুপ্ত কথা
পিঁপড়েরা সব জানে, মাটির গভীরে আজও জমে আছে
ওদের ভাষার নীরবতা......

এ সবই পুরোনো ইতিকথা, সেই দুঃখী সন্ন্যাসীর বংশধর
এখন তোফায় আছে, পগেয়াপট্টির এক নিত্য
সওদাগর
রাখালেরও উত্তরাধিকার আছে, রাজমিস্ত্রি,
মজুর জোগাড়ে
লাল-নীল-সোনালি হর্ম্যেরা জাগে কয়েকটি
মহিষরুক্ষ ঘাড়ে
প্রতিটি জানলায় পর্দা, আজও বারান্দার টবে রয়েছে প্রকৃতি
কাঠবিড়ালিরা ঘোরে সাইকেলে, ভোমরার গুঞ্জনে রাষ্ট্রনীতি
পাহাড়ের পাঁজরা ভাজা মোরামের রাজপথ, আর কিছু
খুন্‌সুটি গলি
সংসারী পাখিরা ছোটে ভোর বেলা, ঠোঁটে ঝোলে
বাজারের থলি!

স্মৃতির শহর ৭

জানলা ছুঁয়ে একটুখানি দেখিয়ে দিলে চাঁদ
হায় কুয়াশা, সর্বনাশী মায়া
এ যে বিষম দৃষ্টিভুলো, এ যে বিষম জ্বালা
হায় দুরাশা, অনুদ্ধারণীয়া!

অনেকদিন ছন্নছাড়া নদীর ধারে বাসা
শরীর যেন বেড়াতে গেছে দ্বীপে
ছিল অনেক প্রজাপতির পাখ্না ঝাড়া ধুলো
কথার ছলে কপাল খুলে রেখে।

ভেবেছিলাম চাঁদ মেখেছে ধুতরো ফুলের আঠা
যারা নেবার তাদের জিভে সুখ
এ যে আগুন পুষ্পবৃষ্টি, এ যে কঠিন কুহক
হায় নিয়তি, অয়স্কান্ত মণি!

স্মৃতির শহর ৮

মধ্যরাত্রির খটখটে জেগে ওঠার মধ্যে তোমার স্বপ্ন দেখি
হে গাঢ় নীল জ্যোৎস্নার মতন বিচ্ছেদ-বেদনা
হে বরাকর বাংলোর মতন ঝুঁকে পড়া অপরাহ্ন
হে প্রচ্ছন্ন অভিমান!

মনে পড়ে ওভার ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে হলুদ হাতছানি
দেবী সরস্বতীর স্তনের মতন রাঙা-রাঙা চাঁদ
একটি টিট্টিভের ডাক
দেবদারু পাতার সরসর শব্দে জেগে ওঠে যৌবনের একটি দিন
একটি বৃন্তচ্যুত অনিত্য
কলেজ-পালানো কিছু ভালো-না-লাগা রাস্তা
আমায় নিয়ে যায় ছন্নছাড়া দেশে
যেখানে হঠাৎ ঝলসে ওঠে অলৌকিক বাস্তব
দিগন্তের পাহাড় মেলে দিয়েছে তার ঐশ্বর্যময়ী উরু

বুক জ্বলা নেশা নয়, এমনই একাকিত্ব
লণ্ঠন দুলিয়ে দুলিয়ে একজন কেউ চলে যায়, সে আর ফিরবে না
কালোর হৃদয় চেরা কালো, তারও ভেতরের নিবিড় সরল কালো
অবিকল একটি শিশুর মতন
লাফিয়ে পড়ে নদীর জলে
সে আমার বাতাসে উদাস করা মন-খারাপ!

সমস্ত নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে ঐরাবতের মতন উঠে আসে
আমার পরাজয়
হে আমার দিগন্ত কুন্তলা মৃত্যু, হে ভোগবতী
সেই টিলার শিয়রে সন্ধ্যায় সর্বাঙ্গে বৃষ্টির মতন শিহরন
বড় প্রিয়, যেন শুধু চোখে চোখ রাখা
জেগে উঠি মধ্যরাত্রে, যাকে না-দেখার
তাকে স্বপ্নে দেখি।

স্মৃতির শহর ৯

তেলীপাড়া লেনের ভূতের বাড়িটার তিন তলার জানলা খোলা
কাল বন্ধ ছিল, সারা জীবনই বন্ধ দেখেছি।
শীতের রাত্তিরে বাইরে আঁচাবার সময় কে যেন আঁচড়ে দিল বাহু
সাদা সাদা সমান্তরাল দাগ কিন্তু ব্যথা লাগে না
আজ রাত্রে লেপতোশক ভিজে যাবে
ঠিক রাত আড়াইটেয় ডেকে উঠবে নিশি, অরুণ! অরুণ!
উত্তেজিত পুরুষাঙ্গে হাফ প্যান্ট তাঁবু হয়ে যায়,
তবু ভয় যায় না—

অরুণকে আর দেখিনি, তাকে ডেকে নিয়ে গেল জব্বলপুর
সে কী রকম দেশ যেখান থেকে আসে না কোনো চিঠি
কেউ জানে না আমি অরুণকে কত ভালোবাসি
চোখের জলের রেখা পড়ে বালিশে।
ঘণ্টাওয়ালা বাড়ি থেকে ভোরবেলা বেজে উঠলো পাগলা ঘণ্টি
দমকলের চেয়েও অবিরাম ঢং ঢং শব্দ
কে যেন বললো, পাগল হয়ে গেছে রামশরন

ইস্কুল যাবার পথে ওদের বাগানে উঁকি দিয়ে দেখলুম
সেই ডানাওয়ালা শ্বেত পাথরের পরীটি নেই
সে নিশ্চয়ই উড়ে গেছে জব্বলপুরে, অরুণের কাছে।

স্মৃতির শহর ১০

চীনে পাড়ায় আমাদের বন্ধু ছিল শেখ সুলেমান
তার বিবির নাম ওয়ালিং
একটি লাল কাগজ মোড়া লণ্ঠন ঝুলতো তাদের সংসারে
এরা নিশীথ মানুষ
সূর্যের সঙ্গে এদের বিশেষ চেনাশুনো নেই
এরা জাঁ পল সার্ত্র-এর নাম শোনে নি
কিন্তু সার্ত্র-এর দর্শনকে জীবন্ত করে
এরা দিব্যি বেঁচে চলেছে
সুলেমানের কোনো বাল্যকাল নেই, আগামী কাল নেই
ওয়ালিং-এর আছে একটি ছোট বৃত্ত
এবং সুলেমান, একটি ছাগল ও একটি বাঁদর
এরা বৃষ্টি এবং অন্ধকারকে
অবিকল বৃষ্টি ও অন্ধকারের মতন দেখে
এদের দু'পাশ দিয়ে
নদী এবং নর্দমা সমান ভাবে বয়ে যায়
মনুসংহিতা, হাদিস ও মার্কসের বাণী
ঘুর ঘুর করে এদের খাটিয়ার নীচে।

বেতের মতন ছিপছিপে চেহারা সুলেমানের
তার বয়েসের গাছ পাথর নেই
পুরুষের এমন মেদহীন কোমর আমি আর
দ্বিতীয় দেখিনি
অনায়াসেই সে প্রাচীন গ্রীসের কোনো দেবতা হতে পারতো
কিংবা সে ছিলও তাই
ইদানিং সে কলকাতার ধুলোকে
বারুদ করার কাজে ব্যস্ত
দাড়ি গোঁফ নেই, তার মাথার চুল পাতলা

তার চোখ দুটি প্রকৃত খুনির মতন ঝকঝকে
খালি গা, বারবার লুঙ্গিতে গিঁট বাঁধা তার মুদ্রাদোষ
চিড়িক করে লম্বা থুতু ফেলে সে সমস্ত
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে
আমরা মুখোমুখি দুই খাটিয়ায় বসি
সে আমাদের গেলাসে ঢেলে দেয় সামসু
তখন টিনের চালের ওপর থেকে চ্যাঁচামেচি করে
ওয়ালিং-এর বাঁদর
সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতন প্রথম সে
লাফ দিয়ে ওঠে ল্যাম্প পোস্টে
তারপর সরসরিয়ে নেমে এসে সে দেখায় তার চতুর মুখ
আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে সমান হয়
এবং হাত বাড়ায়
তাকেও দেওয়া হয় একটি গেলাস
ওয়ালিং-এর ছাগলও ডাকাডাকি শুরু করলে
গেলাসের বদলে তাকে দেওয়া হয় টিনের বাটি
ওয়ালিং এক এক সময় আলোয়
এক এক সময় অন্ধকারে
সে আমাদের জন্য চিংড়িমাছের বড়া ভেজে আনে
সেই কর্কশ মদ্য পান করতে করতে
আমাদের অতি আপন সন্ধে
মধ্য রাতের দিকে ছোটে

সুলেমানের দু'একটি কথা শুনলেই বোঝা যায়
সে অনেক রকম আগুনে মুখ আচমন করেছে
সে হাতে মেখেছে মানুষের রক্ত
শরীর হজম করেছে ইস্পাত

এবং সে জানে
খিদে জিনিসটা অতি অপবিত্র এবং
ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই
মৃত্যু তার দূর বিদেশের আত্মীয়
আর জীবন তার পান্তা ভাত ও ডালের বড়া
সে কোনো ধর্মের নাম শোনে নি
যেমন সে কখনো সিল্কের জামা পরে নি
এবং সিল্কের জামারাও সুলেমানকে চেনে না

মাঝে মাঝে ওয়ালিং কী খেয়ালে থমকে গিয়ে
তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ায়
যেন পারিবারিক চিত্র তোলবার জন্য
উল্টো দিকে রয়েছে বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের ক্যামেরা
বাঁদরটি তখন ঈর্ষা জানায়
সে মাথা ঘষতে থাকে ওয়ালিং-এর নিম্ন উদরে
দু'জনের নিজস্ব ভাষায় চলে প্রেম বিনিময়
সুলেমান শুরু করে দেয় পুলিশের গল্প
প্রসঙ্গত এসে যায় বেশ্যা, ফড়ে, চোলাইকারী ও
ছদ্মবেশী উন্মাদেরা।

প্রতিটি বোতল শেষ হলে
ওয়ালিং দাম নিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে
সেই সঙ্গে সে দেয় আশ্চর্য সুন্দর বিনে পয়সার হাসি
খাটিয়ায় পা দোলাতে দোলাতে
আমরা তিন বন্ধু ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠি
একটু নেশা হলেই বাঁদরটি কান্না শুরু করে
ছাগলটি গান গায়
যতই রাত বাড়ে ততই ওয়ালিং-এর
হাসিতে ফোটে খই
চীনা মেয়েদের তুলনায় বেশ বড় তার স্তনদ্বয়
হাসির সঙ্গে তাল রেখে দোলে
মধ্য কলকাতায় বসে আমরা পৌঁছে যাই
সাঁওতাল পরগনায়
প্রাণ যেখানে তরুণ শাল গাছের মতন আকাশমুখী
খুশি যেখানে পলাশ গাছে ঝড়
এরই মধ্যে কখন সেই ঘরের সামনে এসে থামে
ব্লাক মারিয়া
তার থেকে নামে সুলেমানের গল্পেরই কোনো চরিত্র
সে সুলেমান ও ওয়ালিং-এর বদলে
আমাদের দিকেই নজর দেয় বেশি
আর আমরা তিন বন্ধু এমনই গ্রেফতার-পরায়ণ যে
সাব ইনস্পেকটার দেখলে একটুও অস্থির হই না
তার দিকেও আমরা গেলাস বাড়িয়ে দিই
অথবা পাঁচ টাকার নোট
এক একদিন অবশ্য গোঁয়ারের মতন আমাদের

নিয়ে যায় ফাঁড়িতে
পরের সন্ধ্যেবেলা সুলেমান জিজ্ঞেস করে,
দেশলাই ফেলে গেলে,
আগুন ঠিক মতন পেয়েছিলে তো?

এখান থেকে আধ মাইলের মধ্যে রয়েছে
ফাট্‌কা বাজার ও বারোয়ারি মহাকরণ
সুসজ্জিত দাস-ব্যবসায়ীদের হল্লা চলে ওখানে সারাদিন
লাইফইনসিওরেন্স ও প্রভিডেন্ট ফান্ড
গুলিচালনা ও দুর্ঘটনা
জন্মান্ধদের হাস্য পরিহাস
পরগাছা ও পরভৃতিকদের সাঙ্কেতিক সংলাপ
অলীকের উত্থান-পতন
সকলেই অন্যের তাওয়ায় রুটি সেঁকে নিতে চায়
অথচ প্রতিদিন ভোরে বিলি হয়
কপাল কোঁচকানো খবরের কাগজ
বিমান উড়ে যায়, মাতৃগর্ভের শিশুও
সেই গর্জন শোনে
চাঁদের দিকে ছুটে চলে
লক্ষ লক্ষ বাদলা পোকা
নদীর দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে যায় দুঃখী ধীবরদের
পৃথিবী চলেছে তার নিজের নিয়মে।

আসলে তিনজন সুলেমানের মধ্যে
একজনই শুধু বেঁচে আছে
অন্য দু'জনকে খুন করে।

তিনজন ওয়ালিং-এর মধ্যে একজনই শুধু
পেয়েছে তার নির্ভরযোগ্য পুরুষকে
বাঁদর ও ছাগলদের সে সমস্যা নেই
কে মরে কে বাঁচে ওরা তা জানে না
সুলেমান উরু খুলে তার ছুরিটি শান দেয়
ওয়ালিং-এর বুক চাটে লাল লণ্ঠনের আলো
ওরা দু'জনে মিলে এক বিশাল বেঁচে থাকার
বিজ্ঞাপন
পাকা বাড়ির তিনটি কাঁচা ছেলে ওদের দেখে

তারপর তাদের নাম বদলাবদলি হয়
ওদের বিভ্রান্ত মাথায় লাগে রাত্রির শুশ্রূষা
অট্টহাসির সঙ্গে মিশে যায় কান্না
সুলেমান পৃথিবীর উচ্চতম চূড়ায় উঠে
ওড়ায় তার পতাকা
ওয়ালিং দ্বিতীয় বসুন্ধরা হয়ে নাচ শুরু করে
যেন আর সময় নেই
এখনই অদৃশ্য হয়ে যাবে ওরা
ওদের মায়াবী অস্তিত্ব দুলছে হাওয়ার স্তম্ভে
আমরা উঠে তিন দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াই
আমাদের ওষ্ঠে ঝলসে ওঠে বর্ণমালার অস্ত্র
অসীম মহাশূন্যের দিকে ছুঁড়ে দিই
আমাদের বুক ফাটা অনুক্ত গান।

স্মৃতির শহর ১১

উত্তর চল্লিশে হলো দেখা
এত তাড়াতাড়ি? আর সয় না বিরহ?
এই বুঝি তোমার এলাকা
কাঁকর বেছানো পথ বড় স্পর্শসহ।

এঁকেছি অসংখ্যবার মনে
মোহময় মুখখানি, সান্ত্বনা-অঙ্গুলি
জঙ্গলে বা বারান্দার কোণে
মনে আছে, দ্রুত লেখা তীব্র চিঠিগুলি?

ভুল করে এসেছি এখানে
যেন অন্য কারো খোঁজে, অচেনা ঠিকানা
সহসা উঠেছে শূন্য যানে
নীলকে সবুজ ভেবে এক বর্ণ কানা

উত্তর চল্লিশে হলো দেখা
এত তাড়াতাড়ি? আর সয় না বিরহ?
চোখের গভীরে কালো রেখা
মিলনের স্থান শেষে এই কালিদহ!

স্মৃতির শহর ১২

পুরোনো দুঃখগুলো আজকাল মৃদু ঢেউ হয়ে
সুখের মতন ফিরে আসে
তাদের বয়েস ও শরীর আছে
ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে
তারা দেখা হলেও কথা বলে না
তারা নীল সমুদ্রের ধবল আকাঙ্ক্ষার মতন ঘুরে বেড়ায়
তারা মৌসুমী বাতাসকে উড়িয়ে দেয় পাহাড়ের দিকে
রাত্রির নিঃশব্দ দিগন্তে শোনা যায় তাদের মৃদুস্বর
রাজনর্তকীর খসে পড়া ঘুঙুর তারা তুলে দেয়
এক ভিখারির হাতে
আমাকেও তারা ডুবিয়ে দেয় হাজার হাজার হলুদ অক্ষরে
ঘুমের মধ্যে ঘটে যায় বিস্ফোরণ।

স্মৃতির শহর ১৩

সীমান্ত এলাকার মানুষ গদ্যে কথা বলে
বস্তি ও কলকারখানার মানুষ গদ্যে কথা বলে
দিনের বেলায় শহর গদ্যে কথা বলে
সমস্ত সমসাময়িক দুঃখ গদ্যে কথা বলে
শুকনো মাঠ ও রুখু দাড়িওয়ালা মানুষটি গদ্যে কথা বলে
গোটা ছুরি-কাঁচির সভ্যতা গদ্যে কথা বলে
তা হলে কী নিয়ে কবিতা লেখা হবে?

স্মৃতির শহর ১৪

যদি কবিতা লিখে মাঠ-ভর্তি ধান ফলানো যেত
আমি রক্ত দিয়ে লিখতুম সেই কবিতা
যদি কবিতার ছন্দে তৃষ্ণার্ত ভূমিতে ধারা-বর্ষণ হতো
আমি আমার হাড় মজ্জার নির্যাস মিশিয়ে
রচনা করতুম বৃষ্টির বন্দনা স্তোত্র
যদি কবিতা লিখে...
হায়, যদি কবিতা লিখে...
অনেকক্ষণ কান্নার পর ঘুমিয়ে পড়েছে যে শিশু
তার মতন দুঃখ-ছবি আমি আর কিছু দেখিনি জীবনে
যদি কবিতা লিখে...
নিভে যাওয়া উনুনের সামনে কেউ বসে আছে পেটের আগুন জ্বেলে
যদি কবিতা লিখে...
তিল ফুলের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে শোঁয়াপোকার ঝাঁক
যদি কবিতা লিখে...
ম্লান ছায়ায় উড়ে যাচ্ছে যার যার নিজস্ব পৃথিবী
শহর ছেড়ে যখনই যাই পল্লী আঘ্রাণ নিতে
মনে হয় আমি অন্য গ্রহের মানুষ
তোমার কষ্টে আমি গোপনে রোদন করতে পারি
কিন্তু তা কবিতা হবে না
তোমার দুর্দশায় আমি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রাগে গর্জে উঠতে পারি
কিন্তু তা কবিতা হবে না
এ এক মায়া-দর্পণ, কবিতা, এই নিয়ে বিরলে কিছু খেলা
আমায় ক্ষমা ক'রো!

স্মৃতির শহর ১৫

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার বসবার ঘরে একটা চৌকি পাতবার জায়গা আছে
আমি ঐখানে আমার খাটিয়া এনে শোবো
আমার গাছতলা আর ভাল্লাগে না!

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার ভাতের থালা থেকে আমি তিন গ্রাস তুলে নেবো
কারণ আমার কোনো থালাই নেই
আমার অনাহার একঘেয়েমির মতন ধিকধিক করে জ্বলছে
আর আমার ভাল্লাগে না।

গাড়ি বারান্দার তলা থেকে ধুলো মাখা তিনটে বাচ্চা ছুটে এসে বলবে
ওগো, আমরা বাসি রুটি চাই না, পাঁচ নয়া চাই না
আমাদের ছাই রঙের হাফ প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিয়ে
চুল আঁচড়ে দাও
আমাদের গাল টিপে দিয়ে বলো, সাবধানে—
আমরাও ইস্কুলে যাবো!

একদিন কয়লাখনির অন্ধকার থেকে উঠে আসবে
একজন কালো রঙের মানুষ
সে অবাক হয়ে বলবে
একি, আমার জন্য শোকসভা নেই কেন?
ডিনামাইট নিয়ে আমি গিয়েছিলুম গভীর থেকে আরও গভীরে
আমি ফিরিনি, কিন্তু তোমাদের জন্য আগুন এসেছে
আমার নামে তোমরা কেন নাম রাখো নি শহরের রাস্তার
তবে এসব রাস্তা কাদের নামে, তাদের তো চিনি না।

একদিন ধান খেতে কাদা জল মেখে দাঁড়ানো একজন মানুষ
নিজের চেয়ে আরও অনেক লম্বা হয়ে উঠে গলা তুলে বলবে,
তোমরা যারা কোনোদিন কাদা জল মাখো নি,
মাটিতে শোনো নি কোনো আওয়াজ
জানো না ঘাম-রক্ত-উৎকণ্ঠায় সবুজ হয় সোনালি
সেই তোমরাই শস্য নিয়ে রাহাজানি করো
আর আমার সন্তানরা থাকে উপবাসী, তোমাদের লজ্জা করে না?
আমি আসছি...।

স্মৃতির শহর ১৬

সরস্বতী হাইস্কুলের পেছনের বাড়িটার কলঘরে
ঢুকে বসেছিল একটা শেয়াল
সে কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না
কী করে সে পেরিয়ে এলো শ্যামবাজারের মোড়
কিংবা শোভাবাজারের বিরাট হৈ হল্লা?
কুণ্ডলী পাকানো ল্যাজে মুখ গুঁজে শেয়ালটি কাঁদছিল
অনুতাপের কান্না!

বেলগাছিয়া রেলস্টেশনের কাছে হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো
মহিষাসুরেরই মতন একটা মোষ
নাদ ব্রহ্মের মতন তার গর্জন, তোলপাড় করতে লাগলো সারা পাড়া
যেন তার হঠাৎ অরণ্যের কথা মনে পড়ে গেছে
যেন সে ফিরে যাবার রাস্তা খুঁজছে!
ঠনঠনের কালীমন্দিরের সামনের নদীতে
মোচার খোলার মতন ভাসছে দুটি নৌকো
খল খল করে হাসছে কাজল-রঙা শিশুরা
একজন ঝুপ করে জলে পড়ে গেল আর উঠলো না
সে পাতালপুরীতে নিজের দেশে ফিরে গেছে।

স্মৃতির শহর ১৭

সদ্য-তরুণটির প্রথম কবিতার বই আমি
হাতে তুলে নিই
ঈষৎ কাঁচা প্রচ্ছদে সবুজ সবুজ গন্ধ
প্রজাপতির মতন হাল্কা পাতাগুলি চলমান
অক্ষরে ভরা
শিরোনাম উড়ে যেতে যায়, শব্দগুলি জায়গা বদলাবার
জন্য ব্যাকুল
ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অহংকার-ভয়-লজ্জা-স্পর্ধা
সে কথা বলে না, তার নীরবতা অত্যন্ত বাঙ্‌ময়

আমাকে সে কী চোখে দেখে তা আমি জানি না
কিন্তু আমি তার মধ্যে দেখতে পাই অবিকল আমাকে
চোরা চোখে লক্ষ করি তার জামার কলারের পাশটা
ফাটা কিনা
প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সে নিশ্চয়ই খুচরো পয়সা গুনছে
আমার ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে জায়গা বদলাবদলি
করে নিতে, এক্ষুনি...

স্মৃতির শহর ১৮

চোখে লেগেছিল কুমারী শবের ধোঁয়া
ডালপালা মেলে কেঁদেছিল নিমগাছ
মধ্যরাতের বাতাস পাগল হলো
কাঠকয়লায় কেউ লেখে ইতিহাস।

তৃতীয় প্রহরে শীত জেঁকে আসে খুব
চিতার আগুনে আমরা পোহাই ওম্
কোনো কথা নেই, কথা গেছে গহ্বরে
মাথার ভিতর রঙিন মেঘের খেলা।

কাউকে চিনি না, কেউ আমাদের নয়
চণ্ডাল এসে ধার দিল কম্বল
ভালোবাসা দিয়ে কেনা যায় সিগারেট
ভালোবাসা দিয়ে জয় হলো সব ঘুম।

সে কি পেয়েছিল, সে কি জেনেছিল সবই
কালো নদীটির জলে নেমে গেল কে?
চোখে চোখে এক চাঁদ ঘুরে ফিরে যায়
চাঁদে ঠিক্‌রোয় আলতা পরানো পা।

স্মৃতির শহর ১৯

আটচল্লিশ হঠাৎ ঝাঁপ দিল ঊনত্রিশের গনগনে আগুনে
ভূমিকম্প বয়ে গেল শ্যামপুকুর স্ট্রিটে
ভেঙে পড়লো মিত্তির বাড়ির নিজস্ব আকাশ
একটা চাঁপাফুল গাছ নাচ শুরু করলে
পাথরের রমণী একটু হাসলো
তখন প্রচণ্ড খিদের দুপুর
তখন সমস্ত প্রতিশোধের বিশাল সুসময়
তখন মাটি থেকে কুড়িয়ে ধুলো বালি মুছে
আমার নশ্বরতাকে আদর করি।

স্মৃতির শহর ২০

কফি হাউসে বসে আমরা একটা পাহাড় ভেঙে পড়ার
শব্দ পাই
আকাশে লাল ধুলো...

পয়ারে ন' মাত্রার পর্ব হয় কি না এই নিয়ে
টেবিল চাপড়ানো তর্ক হঠাৎ থেমে যায়
একটা বারুদ-রঙা নিস্তব্ধতা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়
আমরা সকলেই ভাঙনের প্রবক্তা, ধ্বংসেই আমাদের উল্লাস
ঈশ্বর থেকে সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব বসুর ছন্দ পর্যন্ত
আমরা ভাঙতে ভাঙতে এসেছি
কৃষ্ণনগরের পুতুলের মতন আমরা ভেঙেছি বাবা ও মাকে
প্রেমকে ভেঙেছি অতিরিক্ত শরীর মিশিয়ে
শরীরকে ভেঙেছি আত্মহননের নেশায়
দেশকে যারা ভেঙেছে আমরা মহানন্দে ভেঙেছি তাদের ভাবমূর্তি
কাচের গেলাস ভাঙার মতন সুমধুর শব্দে
আমাদের পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়েছে এক-একটা মূল্যবোধ
কিন্তু কলেজ স্ট্রিটের এই পাহাড়টি ভাঙা
আমরা সহ্য করতে পারি না, সহ্য করতে পারি না
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মূর্তির মতন আমাদের মুখেও ম্লান ছায়া

শুধু রাগ ঝলসে ওঠে পূর্ণেন্দু পত্রীর মুখে
ছবির সরঞ্জাম নিয়ে সে উড়ে যায় আকাশে
ক্যামেরার লেন্সে লেগে থাকে তার চোখের জল।

স্মৃতির শহর ২১

নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয়
বাল্যকাল ছেড়ে একদিন এসেছিল কৈশোরে
বাবার হাত শক্ত করে চেপে ধরে নিজের চোখের চেয়েও
অনেক বড় চোখ মেলে
পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়
ছোট ছোট স্টিমারের মতো ট্রাম, মুখ-না-চেনা এত মানুষ
আর এত সাইনবোর্ড, এত হরফ, দেয়ালের এত পোশাক, ভোরের
কুয়াশার মধ্যেও যেন সব কিছুর জ্যোতি ঠিকরে আসে
আমার চোখে

ঘোড়াগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা মুহুর্মুহু ব্যাকুল উন্মোচন
কেউ জানে না আমি এসেছি, তবু চতুর্দিকে এত সমারোহ
মায়ের গা ঘেঁষে বসা উষ্ণ আসনটি থেকে যেন আমি ছিটকে
পড়ে যাবো বাইরে, বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন
বাঁক ঘোরবার মুখেই হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো, গুলাবি রেউড়ি, গুলাবি রেউড়ি
কেউ বললো, পাথরে নাম লেখাবেন, কেউ বললো, জয় হোক
তার সঙ্গে মিশে গেল হ্রেষা ও লৌহ শব্দ
সদ্য কাটা রক্তাক্ত মাংসের মতন টাটকা স্মৃতির সেই বয়েস...

তারপর
একদিন আমি নিজেই ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত
বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন
আমি আড়ালে লুকিয়েছি
বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে
আমি ইচ্ছে করে গেছি ভুল রাস্তায়
তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে আমার ভয় ভাঙা
তাঁর বাৎসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজানা অঙ্কুর

তিনি বারবার আমায় কঠিন শাস্তি দিলে আমি তাঁকে
শাস্তি দিয়েছি কঠিনতর
আমি অনেক দূরে সরে গেছি...

প্রথম প্রথম এই শহর আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তার
শিহরন জাগানো গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
ছেলে ভোলানো দৃশ্যের মতন আমি দেখেছিলাম রঙিন ময়দান
গঙ্গার ধারের বিখ্যাত সূর্যাস্তে দারুণ জমকালো সব
সারবন্দী জাহাজ
ইডেন বাগানে প্যাগোডার চূড়ায় ক্যালেন্ডারের ছবির মতন রোদ
পরেশনাথ মন্দিরের দীঘিতে নিরামিষ মাছেদের খেলা
বাসের জানলায় কাঠের হাত, দোকানের কাচে সাজানো
কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই
প্রভাত ফেরীর সরল গান, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাঁদরদের সঙ্গে পিকনিক
দু' মাসে একবার মামা-বাড়িতে বেড়াতে যাবার উৎসব...

ক্রমশ আমি নিজেই খুঁজে বার করি গোপন সব
ছোট ছোট নরক
কলাবাগান, গোয়াবাগান, পঞ্চাননতলা, রাজাবাজার
চিৎপুরের সুড়ঙ্গ, চীনে পাড়ার গোলোকধাম, সোনাগাছি, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরুজ
একটু বেশি রাতে দেখা অজস্র ফুটপাথের সংসার
হাওড়া ব্রীজের ওপর দাঁড়ানো বলিষ্ঠ উলঙ্গ পাগলের
প্রাণ খোলা বুক কাঁপানো হাসি
চীনাবাদাম-ভাঙা গড়ের মাঠের গল্পের শেষে হঠাৎ কোনো
হিজড়ের অনুনয় করা কর্কশ কণ্ঠস্বর
আমায় তাড়া করে ফেরে বহুদিন

দশকর্ম ভাণ্ডারের পাশে গাড়িবারান্দার নীচে তিনটে কুকুর ছানার সঙ্গে
লাফালাফি করে একটি শিশু
কুকুরগুলোর চেয়ে শিশুটিই আগে দৌড়ে যায় ঝড়ের মতন লরির তলায়
সে তো যাবেই, যাবার জন্যই সে এসেছিল, আশ্চর্য কিছু না
কিন্তু পরের বছর তার মা অবিকল সেই শিশুটিকেই আবার
স্তন্য দেয় সেখানে
এইসব দেখে, শুনে, দৌড়িয়ে, জিরিয়ে
আমার কণ্ঠস্বর ভাঙে, হাফ প্যান্টের নীচে বেরিয়ে থাকে
এক জোড়া বিসদৃশ ঠ্যাঙ

গান্ধী হত্যার বিকট টেলিগ্রাম যখন কাঁপিয়ে দেয় পাড়া
তখন আমি বাটখারা নিয়ে পাশের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে
ছিপি খেলছিলাম...

ভেবেছিলাম আসবো, দেখবো, বেড়াবো, ফিরে যাবো, আবার আসবো
ভেবেছিলাম দূরত্বের অপরিচয় ঘুচবে না কখনো
ভেবেছিলাম এই বিশাল মহান, গম্ভীর সুদূর শহর
গা ছমছমে অচেনা হয়েই থাকবে
জেলেরা যেমন সমুদ্রকে, শেরপারা যেমন পাহাড়কে, তেমন ভাবে
এই শহরকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে চাইনি
এক সময় দুপুর ছিল দিকহীন চিলের ছায়ার সঙ্গে ছুটে যাওয়া

শৈশব মেশানো আলপথ, পুকুরের ধারে ঝুঁকে থাকা খেজুর গাছ
এক সময় ভোর ছিল শিউলির গন্ধ মাখা, চোখে স্থলপদ্মের স্নেহ
এক সময় বিকেল ছিল গাব গাছে লাল পিঁপড়ের কামড়
অথবা মন্দিরের দূরাগত টুংটাং
অথবা পাটক্ষেতে কচি অসভ্যতা
এক সময় সকাল ছিল নদীর ধারে স্কুল-নৌকোর প্রতীক্ষায়
বসে থাকা
অথবা জারুল বাগানে হঠাৎ ভয় দেখানো গোসাপের হাঁ
এক সময় সন্ধ্যা ছিল বাঁশ ঝাড়ে শাকচুন্নীদের
নাকিসুর শুনে আপ্রাণ দৌড়
অথবা বঞ্চিত রাজপুত্রদের কাহিনী
অথবা জামরুল গাছের নীচে
চিকন বৃষ্টিতে ভেজা
এক সময় রাত্রি ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম নিস্তব্ধতা
মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ঘুম, অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে
আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া এক জাহাজ
গন্ধ লেবুর বাগানে শিশির পাতেরও কোনো শব্দ নেই
কোনো শব্দ নেই দীঘির জলে একা একা চাঁদের
অবিশ্রান্ত লুটোপুটির
চরাচর জুড়ে এক শান্ত ছবি, গ্রাম বাংলার
মেয়েলি আমেজ মাখা সুখ
তার মধ্যে একদিন সব নৈঃশব্দ্য খান খান করে ভেঙে
সমস্ত সুখের নিলাম করা সুরে
জেগে উঠতো নিশির ডাক:
সস্তা না মূল? সস্তা না মূল...

স্মৃতির শহর ২২

কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র গোপন কার্নিস
কৈশোরই ভেঙেছে
ভেঙে গেছে যত ঢেউ ছিল দূর আকাশ গঙ্গায়
শত টুকরো হয়ে গেছে সোনালি পিরিচ
সে ভেঙেছে, সে নিজে ভেঙেছে
পাথরকুচির আঠা দুই চোখে লেগেছিল তার
রক্ত ঝরে পড়েছিল হাতে
তবুও সমস্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এসে
পা সেঁকে নিয়েছে গাঢ় আগুনের আঁচে
কৈশোর ভেঙেছে সব ফেরার নিয়ম
যে-রকম জলস্তম্ভ ভাঙে
কৈশোর ভেঙেছে তার নীল মখমলে ঢাকা অতিপ্রিয় পুতুলের দেশ
সে ভেঙেছে অনুপম তাঁত
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চুন, সুর্কি ধুলো
মৃত পাখিদের কলকণ্ঠস্বর উড়ে গেছে হাওয়ার ঝাপটে
যেখানে বরফ ছিল সেখানেই জ্বলছে মশাল
যেখানে কুহক ছিল সেখানে কান্নার শুকনো দাগ
এখনো স্নেহের পাশে লেগে আছে ক্ষীণ অভিমান
আয়নায় যাকে দেখা, তাকেই সে ভেঙেছিল বেশি
কৈশোর ভেঙেছে সব, কৈশোরই ভেঙেছে
যখন সবাই তাকে সমস্বরে বলে উঠেছিল, মা নিষাদ
সেইক্ষণে সে ভেঙেছে, তার নিজ হাতে গড়া ঈশ্বরের মুখ...

স্মৃতির শহর ২৩

আমরা যারা এই শহরে হুড়মুড় করে বেড়ে উঠেছি
আমরা যারা ইট চাপা হলুদ ঘাসের মতন একদিন ইট ঠেলে
মাথা তুলেছি আকাশের দিকে
আমরা যারা চৌকোকে করেছি গোল আর গোলকে করেছি জলের মতন সমতল
আমরা যারা রোদ্দুর মিশিয়েছি জ্যোৎস্নায় আর
নদীর কাছে বসে থেকেছি গাঢ় তমসায়

আমরা যারা চালের বদলে খেয়েছি কাঁকর, চিনির বদলে কাচ
আর তেলের বদলে শিয়ালকাঁটা
আমরা যারা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা
মৃতদেহগুলিকে দেখেছি
আস্তে আস্তে উঠে বসতে
আমরা যারা লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে
ছুটে গেছি এঁকেবেঁকে
আমরা যারা হৃদয়ে ও জঠরে জ্বালিয়েছি আগুন
সেই আমরাই এক একদিন ইতিহাস বিস্মৃত সন্ধ্যায়
আচমকা হুল্লোড়ে বলে উঠেছি, আঃ,
বেঁচে থাকা কি সুন্দর!
আমরা ধূসরকে বলেছি রক্তিম হতে, হেমন্তের আকাশে
এনেছি বিদ্যুৎ
আমরা ঠনঠনের রাস্তায় হাঁটু-সমান জল ভেঙে ভেঙে
পৌঁছে গেছি স্বর্গের দরজায়
আমরা নাচের তাণ্ডব তুলে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলেছি মধ্যরাত্রিকে
আমরা নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগীকে, পথভ্রান্ত জন্মান্ধকে, হাড়কাটার
বাতিল বেশ্যাকে বলেছি, বেঁচে থাকো
বেঁচে থাকো
হে ধর্মঘটী, হে অনশনী, হে চণ্ডাল, হে কবরখানার ফুল চোর
বেঁচে থাকো
হে সন্তানহীনা ধাইমা, তুমিও বেঁচে থাকো, হে ব্যর্থ কবি, তুমিও
বাঁচো, বাঁচো, হে আতুর, হে বিরহী, হে আগুনে পোড়া সর্বস্বান্ত, বাঁচো
বাঁচো জেলখানায় তোমরা সবাই, বাঁচো হাসপাতালে তোমরা
বাঁচো বাঁচো, বেঁচে থাকো, উড়তে থাক নিশান, জ্বলুক বাতিস্তম্ভ
হাড় পাঁজরায় লেপটে থাক শেষ মুহূর্ত
ভূমিকম্প অথবা বজ্রপাতের মতন আমরা তুলেছি বেঁচে থাকার তুমুল হুংকার
ধ্বংসের নেশায়, ধ্বংসকে ভালোবেসে আমরা চেয়েছি জন্মজয়ের প্রবল উত্থান।

স্মৃতির শহর ২৪

একে ওকে নষ্ট করে চলে গেল প্রেম
যদি বা যাবার ছিল
তবে কেন থেমেছিল সহসা এখানে?
পৃথিবী উত্তাল আজ প্রেমভ্রষ্ট মানুষের ভিড়ে।

*

বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, মাটি তাই রক্ত চুষে খেল
আমার ভাইয়ের রক্ত
তোমার ভাইয়ের রক্ত
তুমি আমি আরও কিছু রক্তবীজ
নগরীকে ছুঁড়ে দিয়ে যাবো।

*

রাস্তায় তুমুল রব, একদল ক্রোধী ছুটে গেল
চমকে উঠি
এ কি সেই? এই তবে শুরু?
দরজায় ছুটে যাই; বুক কাঁপে, প্রতীক্ষাও কাঁপে
কিছু নয়।
এ সব বিপ্লব নয়, চোর চোর খেলা!

স্মৃতির শহর ২৫

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো—
আমি একে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে
নারকোল নাড়ুর সঙ্গে সেঁকোবিষ মিশিয়ে খাওয়াবো
কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে।
কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়ালকাঁটা অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে
চোখের জলের মতো চায়ে তুমি চিনি দিতে ভুলে যাও, এত উপপতি
তোমার দিনে-দুপুরে, উরুতে সম্মতি!
দিল্লির সুপ্রিমকোর্টে, সুন্দরী, তোমাকে আমি এমন সহজে
যেতে দিতে পারি? তার বদলে হৃদয়ে সুগন্ধ মেখে সন্ধ্যেবেলা

প্রখর গরজে
তোমার দু' বাহু চেপে ট্যাকসিতে বাতাস খেতে নিয়ে যাবো—
হোটেলে টুইস্ট নাচবে, হিল্লোলে আঁচল খুলে বুকে রাখবে দু'দুটো ক্যামেরা
যদু...মধু এবং শ্যামেরা তুড়ি দেবে;
শরীরে অমন বাজনা, আয়নার ভিতরে অতি মহার্ঘ আলোর মতো
তুমি, তোমার চরণে
বিশুদ্ধ কবিতাময় স্তাবকতা দক্ষিণ শহর থেকে এনে দিতে পারি
সোনার থালায় স্থলপদ্ম চাও দুই হাতে?
তুমি খুন হবে মধ্যরাতে।
কলকাতা, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবে, তুমি
কিছুতে ক্যানিং স্ট্রিটে লুকোতে পারবে না—
চীনে-পাড়া-ভাঙা রাস্তা দিয়ে ছুটলে, আমিও বাঘের মতো
ছুটে যাবো তোমার পিছনে
ডিঙিয়ে ট্রাফিক বাতি, দুঃখের বড়বাজার, রোগীর পথ্যের মতো
চৌরঙ্গি পেরিয়ে
আমার অনুসরণ, বায়ুভূত নিরালম্ব আত্মার মতন ভঙ্গি
কাতর ভালোবাসার, প্রতিশোধে—
কোথায় পালাবে তুমি? গঙ্গা থেকে সব ক'টা জাহাজের মুখগুলো
ফিরিয়ে
অন্ধকারে ময়দানে প্রচণ্ড সার্চলাইট ফেলে
টুঁটি চেপে ধরবো তোমার—
তোমার শরীর-ভরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বারুদ ছড়িয়ে
আমার গোপন যাত্রা, একদিন শ্রোণীযুগে জ্বালবো দেশলাই
উড়ে যাবে হর্ম্যসারি, ছেটকাবে ইটকাঠ, ধ্বংস হবে
সব লাস্য, অলঙ্কার, চিৎপুরের অমর ভুবন
আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলে যদি, তোমার সহমরণ
তবে কে বাঁচাবে?

স্মৃতির শহর ২৬

পাতলা কাচের গেলাশে জল, এক একদিন মনে হয়,
বাঃ জল কী সুন্দর
যেমন আকাশের এক পাশ থেকে অন্য পাশে

চলে যাচ্ছেন রূপবান সূর্য
রোজ মনে পড়ে না, এক একদিন মনে পড়ে
এক একদিন মনে পড়ে ছেলেবেলায় সেই কি তুমুল
বারুদ রঙের ঝড় উঠেছিল
রোজই তো কত চোখের দিকে তাকাই, শুধু
এক একদিন চোখে পড়ে পৃথিবীর চোখ
বাতাসে ভেসে বেড়ায় প্রাণপাখি, শুধু একদিন
টের পাই সব বাতাসই বিনামূল্যে
মহাশূন্যে ছুটে যাচ্ছে একটা ঢিল, তাতে জড়িয়ে আছে
সাতশো কোটি অ্যামিবা
শুধু একদিনই টের পাই মহাশূন্যের চেয়ে কত বিরাট
এই বুকের শূন্যতা
হঠাৎ এক সকালবেলা একটা ঘাসফড়িং লাফিয়ে এসে
দারুণ বিস্মিতভাবে
চেয়ে থাকে আমার দিকে, সে কী যে দ্যাখে
কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে একটা কাঁই বিচি,
তার থেকে উঠে এসেছে ঝিরিঝিরি
পবিত্র এক তেঁতুল চারা, কাল তো ছিল না
বিশ্বাস করো বা না করো, খবরের কাগজে ছাপা হয় না এমন এক
বিশাল দুনিয়া ছড়িয়ে পড়ে আছে বাইরে
তার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গিয়ে যেদিন
দেখতে পাই জল-ঝিনুকের
লাবণ্যের মতো একটি দিন
সেদিন মনে হয়, শুধু সেই দিনের জন্য,
বড় সার্থক ভাবে বেঁচে আছি।

স্মৃতির শহর ২৭

জোব চার্ণকের সমাধির ওপর ফুটেছে
এক থোকা কালকাসুন্দি ফুল
একটি সেপাই-বুলবুলি রং বদলাচ্ছে সেখানে বসে
মেঘশূন্য আকাশে ঝলসায় চিন্ময় রোদ্দুর
পাখিটি উড়ে যাবে, ফুল ঝরে পড়বে

ওরা ইতিহাসের ধার ধারে না
বাতাস তবু ঘুরে ঘুরে খবর রটায়, আছে, আছে, আছে!

চার্চ লেনের চার পাশ ঘিরে শোনা যায়
কোটি কোটি সোনা-রুপোর টুকরোর জলতরঙ্গ ধ্বনি
ভুল হিসেবের মহোৎসব ও হাস্য পরিহাস
এক কোণে শতাব্দীর ধুলোমাখা ধর্মাধিকরণ
তার খুব কাছেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লম্বা লাইন
সেখানে দাঁড়িয়ে আছে হুবহু এক রকম
আত্মসমর্পণকালীন যোদ্ধা যেন সব
নিরস্ত্র, দণ্ডিতের মতন মুখ
আমি দেখতে পাই আমাকে, তীব্র অনুতপ্ত
জুতোর পেরেক বিঁধলে মনে পড়ে, এখনো বেঁচে আছি।

হঠকারী এক ছোকরা নবাবের অস্থায়ী আস্তানায়
এখন ছিঁচকে চোর ও বিবর্ণ-কোট উকিলেরা
কানামাছি খেলে প্রত্যেক দিন
যেন এই মুহূর্তটাই অনন্ত মুহূর্ত, নইলে
আর বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই
তবু হঠাৎ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় অশথ গাছের নীচে
অশথ গাছ দীর্ঘজীবী, ওরা জানে
ওরা অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছে
বড় বড় দস্যু ও বড় বড় আইন ধন্ধবাজদের
ওরা পাড়ি দিতে দেখেছে দিল্লিতে
দুটি গাঙ্ শালিখ ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর ভূমিকা নেয়
পুরোনো কালের গল্পে ওরা ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে
তারপর একটা শব্দ ফেলে রেখে
উড়ে যায় বিখ্যাত নদীর দিকে
এই ছোট-কারণাবলীর বিচারশালায়
একদিন আমরা অনেকে মিলে আওয়াজ তুলেছিলুম
এই আজাদী ঝুটো, ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ
সবাই কি তা ভুলে গেছে, এমনকি স্বাধীনতাও?

বাতাস তবু ঘুরে ঘুরে খবর রটায়, আছে, আছে, আছে
ওরে চঞ্চল, ওরে অবিশ্বাসী, কী আছে? কী আছে?
একটু স্পষ্ট করে বল

আমি ক্ষুধার্ত, আমি বড় স্মৃতি-কাতর
সোনার কৈশোর আর স্বেচ্ছা-কন্টকময় যৌবন
আমি নিবেদন করেছি এখানে
এই অভিমানী, অভিশপ্ত ইঁট-কাঠের আত্মাকে
এর পথে পথে রয়েছে আমার অজস্র ব্যাকুল চুম্বন
তার আর কোনো প্রতিদান চাই না
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো......।